BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (1st VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : HAYEJ

كِتَابُ الْحَيْضِ

হায়য অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

كِتَابُ الْحَيْضِ

হায়য অধ্যায়

وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .

আর আল্লাহ্‌র বাণী, "লোকেরা তোমাকে হায়য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, তা অপবিত্রতা। সুতরাং হায়য অবস্থায় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক। আর তারা পাক–পবিত্র হওয়ার পূর্বে তাদের সাথে মিলিত হয়ো না। তারা পাক–পবিত্র হলে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক তাদের কাছে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারীদের ভালবাসেন; তিনি পবিত্রতা রক্ষাকারীদেরও ভালবাসেন।" (২ ঃ ২২২)

٢٠٣. بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْمَحِيْضِ –

وَقَوْلُ النَّبِىِّ ﷺ هٰذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَانَ اَوَّلَ مَا اُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَدِيْثُ النَّبِىِّ ﷺ اَكْثَرُ .

২০৩. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের ইতিকথা

নবী ﷺ বলেন ঃ এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ্ তা'আলা আদম–কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হায়য শুরু হয় বনী ইসরাঈলী মহিলাদের। আবূ আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, নবী ﷺ–এর হাদীসই গ্রহণযোগ্য।

٢٩٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ خَرَجْنَا لَا نَرٰى اِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ قَالَ مَالَكِ اَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِىْ مَا يَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

banglainternet.com

২৯০ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যেই (মদীনা থেকে) বের হলাম। 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছার পর আমার হায়য আসলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন ; এবং বললেন ঃ কি হলো তোমার? তোমার হায়য এসেছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ এ তো আল্লাহ্ তা'আলাই আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সব কাজ করে যাও। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে গাভী কুরবানী করলেন।

٢٠٤. بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيْلِهِ

২০৪. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের সময় স্বামীর মাথা ধুয়ে দেওয়া ও চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া

٢٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ .

২৯১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি হায়য অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম।

٢٩٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّهُ سُئِلَ اَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ اَوْ تَدْنُوْ مِنِّي الْمَرْاَةُ وَهِيَ جُنُبٌ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذٰلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَكُلُّ ذٰلِكَ تَخْدُمُنِيْ وَلَيْسَ عَلٰى اَحَدٍ فِيْ ذٰلِكَ بَأْسٌ اَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ اَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ تَعْنِيْ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ يُدْنِيْ لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِيْ حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ .

২৯২ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র).....'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তাঁকে ('উরওয়াকে) প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ঋতুবতী স্ত্রী কি স্বামীর খিদমত করতে পারে? অথবা গোসল ফরয হওয়ার অবস্থায় কি স্ত্রী স্বামীর নিকটবর্তী হতে পারে? 'উরওয়া (র) জওয়াব দিলেন, এ সবই আমার কাছে সহজ। এ ধরনের সকল মহিলাই স্বামীর খিদমত করতে পারে। এ ব্যাপারে কারো অসুবিধা থাকার কথা নয়। আমাকে 'আয়িশা (রা) বলেছেন যে, তিনি হায়যের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চুল আঁচড়ে দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মু'তাকিফ অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর ('আয়িশার) হুজরার দিকে তাঁর কাছে মাথাটা বাড়িয়ে দিতেন। তখন তিনি মাথার চুল আঁচড়াতেন অথচ তিনি ছিলেন ঋতুবতী।

٢٠٥. بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِيْ حَجْرِ امْرَاَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ .

banglainternet.com

وَكَانَ اَبُوْ وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ اِلٰى اَبِيْ رَزِيْنٍ فَتَاْتِيْهِ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ -

২০৫. পরিচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা

আবূ ওয়াইল (র) তাঁর ঋতুবতী দাসীকে আবূ রাযীন (র)–এর কাছে পাঠাতেন, আর দাসী জুযদানে পেঁচিয়ে কুরআন শরীফ নিয়ে আসত।

٢٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ اَنَّ اُمَّهُ حَدَّثَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِيْ حِجْرِيْ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ .

২৯৩ আবূ নু'আয়ম (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। আর তখন আমি হায়যের অবস্থায় ছিলাম।

٢٠٦. بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا –

২০৬. পরিচ্ছেদ ঃ নিফাসকে হায়য বলা

٢٩٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَاهِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَا اَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِيْ خَمِيْصَةٍ اِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِيْ قَالَ اَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِيْ فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ .

২৯৪ মক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার হায়য দেখা দিলে আমি চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে হায়যের কাপড় পরে নিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার কি নিফাস দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, 'হাঁ'। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর সঙ্গে চাদরের ভেতর শুয়ে পড়লাম।

٢٠٧. بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ –

২০৭. পরিচ্ছেদ ঃ হায়য অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা

٢٩٥ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ . وَكَانَ يَاْمُرُنِيْ فَاَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِيْ وَاَنَا حَائِضٌ ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَاْسَهُ اِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ .

২৯৫ কাবীসা (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ও নবী ﷺ জানাবাত অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি ইযার পরে নিতাম, আর আমার হায়য অবস্থায় তিনি আমার সাথে মিশামিশি করে শুইতেন। তাছাড়া তিনি ই'তিকাফ অবস্থায় মাথা বের করে দিতেন, আর আমি হায়য অবস্থায় মাথা ধুয়ে দিতাম।

banglainternet.com

٢٩٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَاَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّبَاشِرَهَا اَمَرَهَا اَنْ تَتَّزِرَ فِيْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَاَيُّكُمْ يَمْلِكُ اِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ اِرْبَهُ . تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ .

২৯৬ ইসমা'ঈল ইব্‌ন খলীল (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদের কেউ হায়য অবস্থায় থাকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাথে মিশামিশি করতে চাইলে তাকে প্রবল হায়যে ইযার পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর তার সাথে মিশামিশি করতেন। তিনি ['আয়িশা রা)] বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে নবী ﷺ-এর মত কাম-প্রবৃত্তি দমন করার শক্তি রাখে কে? খালিদ ও জারীর (র) আশ-শায়বানী (র) থেকে এই হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٧ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُوْنَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّبَاشِرَ اِمْرَاَةً مِنْ نِسَائِهِ اَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ .

২৯৭ আবূ নু'মান (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর সাথে হায়য অবস্থায় মিশামিশি করতে চাইলে তাকে ইযার পরতে বলতেন। শায়বানী (র) থেকে সুফিয়ান (র) এ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٨. بَابُ تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ –

২০৮. পরিচ্ছেদ ঃ হায়য অবস্থায় সওম ছেড়ে দেওয়া

٢٩٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زَيْدٌ هُوَ ابْنُ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اَضْحًى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّيْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ – مَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَاكُنَّ ، قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْاَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، قُلْنَ بَلٰى ، قَالَ فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ، اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ، قُلْنَ بَلٰى ، قَالَ فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا .

banglainternet.com

২৯৮ সা'ঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র).....আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একবার ঈদুল আযহা বা

ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ হে মহিলা সমাজ! তোমরা সাদকা করতে থাক। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তাঁরা আরয করলেন ঃ কী কারণে, ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন ঃ তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক আর স্বামীর না-শোকরী করে থাক। বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চাইতে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা বললেন ঃ আমাদের দীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়, ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন ঃ একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন, 'হাঁ'। তখন তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়য অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, 'হাঁ'। তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে তাদের দীনের ত্রুটি।

٢٠٩. بَابُ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا اِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ لاَ بَأْسَ اَنْ تَقْرَاَ الاٰيَةَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ. وَقَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُؤْمَرُ اَنْ يَخْرُجَ الْحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ وَيَدْعُوْنَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سُفْيَانَ اَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَاَ فَاِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا اِلٰى قَوْلِهٖ مُسْلِمُوْنَ الاٰيَةَ - وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّيْ. وَقَالَ الْحَكَمُ اِنِّيْ لاَاَذْبَحُ وَاَنَا جُنُبٌ وَقَالَ اللّٰهُ وَلاَ تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ.

২০৯. পরিচ্ছেদ ঃ হায়য অবস্থায় কা'বার তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কাজ করা যায়

ইবরাহীম (র) বলেছেন ঃ (হায়য অবস্থায়) আয়াত পাঠে কোন দোষ নেই। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) জুনুবীর জন্য কুরআন পাঠে কোন দোষ মনে করতেন না। নবী ﷺ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকর করতেন। উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ (ঈদের দিন) হায়য অবস্থায় মহিলাদের বাইরে নিয়ে আসার জন্য আমাদের বলা হতো, যাতে তারা পুরুষদের সাথে তাকবীর বলে ও দু'আ করে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হিরাক্ল (রোম সম্রাট) নবী ﷺ-এর পত্র চেয়ে নিলেন এবং তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا اِلٰى قَوْلِهٖ مُسْلِمُوْنَ -

banglainternet.com

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। আপনি বলুন! হে কিতাবীগণ! এস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই–যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি। কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাকেও আল্লাহ্ ব্যতীত রবরূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম (৩ ঃ ৬৪)। 'আতা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আয়িশা (রা) হায়য অবস্থায় কা'বা তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য আহকাম পালন করেছেন কিন্তু সালাত আদায় করেন নি। হাকাম (র) বলেছেন ঃ আমি জুনুবী অবস্থায়ও যবেহ্ করে থাকি। অথচ আল্লাহ্‌র বাণী হলো ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ "তোমরা আহার করো না সে সব প্রাণী, যার ওপর আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়নি।" (৬ ঃ ১২১)

২৯৯ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللّٰهِ أَنِّيْ لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ . قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّ ذٰلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِيْ .

২৯৯ আবূ নু'আয়ম (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। আমরা সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলে আমি ঋতুবতী হই। এ সময় নবী ﷺ এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কাঁদছ কেন ? আমি বললাম ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! এ বছর হজ্জ না করাই আমার জন্য পসন্দনীয়। তিনি বললেন ঃ সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হয়েছ। আমি বললাম, 'হাঁ'। তিনি বললেন ঃ এ তো আদম-কন্যাদের জন্যে আল্লাহ্ নির্ধারিত করেছেন। তুমি পাক হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজীদের মত সমস্ত কাজ করে যাও, কেবল কা'বার তাওয়াফ করবে না।

٢١٠. بَابُ الْاِسْتِحَاضَةِ –

২১০. পরিচ্ছেদ ঃ ইসতিহাযা

٣٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِيْ حُبَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ . فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ . فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ .

banglainternet.com

৩০০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ফাতিমা বিনত আবূ

হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কখনও পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ হলো এক ধরনের বিশেষ রক্ত, হায়যের রক্ত নয়। যখন তোমার হায়য শুরু হয় তখন তুমি সালাত ছেড়ে দাও। আর হায়য শেষ হলে রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় কর।[১]

٢١١. بَابُ غَسْلِ دَمِ الْمَحِيْضِ -

২১১. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের রক্ত ধুয়ে ফেলা

٣٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّهَا قَالَتْ سَاَلَتْ امْرَاَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِحْدَانَا اِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّيْ فِيْهِ .

৩০১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আসমা বিন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের কারো কাপড়ে হায়যের রক্ত লাগলে কি করবে ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কারো কাপড়ে হায়যের রক্ত লাগলে সে তা রগড়িয়ে, তারপর পানিতে ধুয়ে নেবে এবং সে কাপড়ে সালাত আদায় করবে।

٣٠٢ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا تَحِيْضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّيْ فِيْهِ .

৩০২ আস্বাগ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদের কারো হায়য হলে, পাক হওয়ার পর রক্ত রগড়িয়ে কাপড় পানি দিয়ে ধুয়ে সেই কাপড়ে তিনি সালাত আদায় করতেন।

٢١٢. بَابُ الْاِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ -

২১২. পরিচ্ছেদ ঃ মুস্তাহাযা'র ই'তিকাফ

٣٠٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ شَاهِيْنَ اَبُوْ بِشْرٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ

banglainternet.com

১. হায়য ও নিফাসের মেয়াদের অতিরিক্ত সময়কালীন রজঃস্রাবকে ইসতিহাযা এবং সে মহিলাকে মুস্তাহাযা বলা হয়। (আইনী ৩য়; ১৪২।

الدَّمِ وَزَعَمَ اَنَّ عَائِشَةَ رَاَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ كَاَنَّ هٰذَا شَيْئٌ كَانَتْ فُلاَنَةُ تَجِدُهُ .

৩০৩ ইসহাক ইব্‌ন শাহীন (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর কোন এক স্ত্রী ইস্তিহাযার অবস্থায় ই'তিকাফ করেন। তিনি রক্ত দেখতেন এবং স্রাবের কারণে প্রায়ই তাঁর নীচে একটি পাত্র রাখতেন। রাবী বলেন ঃ 'আয়িশা (রা) হলুদ রঙের পানি দেখে বলেছেন, এ যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অমুক স্ত্রীর ইস্তিহাযার রক্ত।

٣٠٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِمْرَاَةٌ مِنْ اَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطُّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّيْ .

৩০৪ কুতায়বা (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর কোন একজন স্ত্রী ই'তিকাফ করেছিলেন। তিনি রক্ত ও হলদে পানি বের হতে দেখতেন আর তাঁর নীচে একটা পাত্র বসিয়ে রাখতেন এবং সে অবস্থায় সালাত আদায় করতেন।

٣٠٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَعْضَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .

৩০৫ মুসাদ্দাদ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মু'ল-মু'মিনীনের একজন ইস্তিহাযা অবস্থায় ই'তিকাফ করেছিলেন।

٢١٣. بَابُ هَلْ تُصَلِّي الْمَرْاَةُ فِيْ ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيْهِ –

২১৩. পরিচ্ছেদ ঃ হায়য অবস্থায় পরিহিত পোশাকে সালাত আদায় করা যায় কি?

٣٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لِاِحْدَانَا اِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيْضُ فِيْهِ فَاِذَا اَصَابَهُ شَيْئٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيْقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا .

৩০৬ আবূ নু'আয়ম (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদের কারো একটির বেশী কাপড় ছিল না। তিনি হায়য অবস্থায়ও এই কাপড়খানিই ব্যবহার করতেন, তাতে রক্ত লাগলে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে নখ দ্বারা রগড়িয়ে নিতেন।

٢١٤. بَابُ الطِّيْبِ لِلْمَرْاَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ –

২১৪. পরিচ্ছেদ ঃ হায়য থেকে পবিত্রতার গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার

٣٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهٰى اَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ

banglainternet.com

اَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلُ وَلاَ نَتَطَيَّبُ وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ اِذَا اغْتَسَلَتْ اِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِيْ نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ اَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهٰى عَنْ اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ . قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩০৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল ওয়াহহাব (র).....উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ কোন মৃত ব্যক্তির জন্যে আমাদের তিন দিনের বেশী শোক পালন করা থেকে নিষেধ করা হতো। কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশদিন (শোক পালনের অনুমতি ছিল)। আমরা তখন সুরমা লাগাতাম না, সুগন্ধি ব্যবহার করতাম না, ইয়েমেনের তৈরী রঙিন কাপড় ছাড়া অন্য কোন রঙিন কাপড় পরতাম না। তবে হায়য থেকে পবিত্রতার গোসলে আজফারের খোশবু মিশ্রিত বস্ত্রখণ্ড ব্যবহারের অনুমতি ছিল। আর আমাদের জানাযার পেছনে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই বর্ণনা হিশাম ইব্ন হাস্‌সান (র) হাফসা (রা) থেকে, তিনি উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে বিবৃত করেছেন।

٢١٥. بَابُ دَلْكِ الْمَرْاَةِ نَفْسَهَا اِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيْضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتَاْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَبَّعُ اَثَرَ الدَّمِ

২১৫. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের পরে পবিত্রতা অর্জনের সময় দেহ ঘষামাজা করা, গোসলের পদ্ধতি এবং মিশ্‌কযুক্ত বস্ত্রখণ্ড দিয়ে রক্তের চিহ্ন পরিষ্কার করা

٣٠٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَاَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِيْ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِيْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِيْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِيْ فَاجْتَبَذْتُهَا اِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِيْ بِهَا اَثَرَ الدَّمِ .

৩০৮ ইয়াহ্ইয়া (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হায়যের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে গোসলের নিয়ম বলে দিলেন যে, এক টুকরা কস্তুরী লাগানো নেকড়া নিয়ে পবিত্রতা হাসিল কর। মহিলা বললেন ঃ কিভাবে পবিত্রতা হাসিল করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তা দিয়ে পবিত্রতা হাসিল কর। মহিলা (তৃতীয়বার) বললেন ঃ কিভাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ ! তা দিয়ে তুমি পবিত্রতা হাসিল কর। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ তখন আমি তাকে টেনে আমার কাছে নিয়ে আসলাম এবং বললাম ঃ তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন বিশেষভাবে মুছে ফেল।

٢١٦. بَابُ غُسْلِ الْمَحِيْضِ-

২১৬. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের গোসলের বিবরণ

banglainternet.com

٣٠٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ

ﷺ كَيْفَ اَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيْضِ قَالَ خُذِيْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِيْ ثَلاَثًا ثُمَّ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَحْيَا فَاَعْرَضَ بِوَجْهِهِ وَ قَالَ تَوَضَّئِيْ بِهَا فَاَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَاَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيْدُ النَّبِيُّ ﷺ .

৩০৯ মুসলিম (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি কিভাবে হায়যের গোসল করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এক টুকরা কস্তুরীযুক্ত নেকড়া লও এবং তিনবার ধুয়ে নাও। নবী ﷺ এরপর লজ্জাবশত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ তা দিয়ে তুমি পবিত্র হও। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি তাকে নিজের দিকে টেনে নিলাম। তারপর তাকে নবী ﷺ-এর কথার মর্ম বুঝিয়ে দিলাম।

٢١٧. بَابُ اِمْتِشَاطِ الْمَرْاَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ –

২১৭. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের গোসলের সময় চুল আঁচড়ানো

٣١٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اَهْلَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَزَعَمَتْ اَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتّٰى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ وَاِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْقُضِيْ رَاْسَكِ وَامْتَشِطِيْ وَاَمْسِكِيْ عَنْ عُمْرَتِكِ فَفَعَلَتْ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ اَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَاَعْمَرَنِيْ مِنَ التَّنْعِيْمِ مَكَانَ عُمْرَتِيَ الَّتِيْ نَسَكْتُ .

৩১০ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম। আমিও তাদেরই একজন ছিলাম যারা তামাত্তু'র[১] নিয়্যত করেছিল এবং সঙ্গে কুরবানীর পশু নেয়নি। তিনি বলেন ঃ তাঁর হায়য শুরু হয় আর আরাফা-এর রাত পর্যন্ত তিনি পাক হন নি। আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আজ তো আরাফার রাত, আর আমি হজ্জের সঙ্গে উমরারও নিয়্যত করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ মাথার বেণী খুলে ফেল, চুল আঁচড়াও আর উমরা থেকে বিরত থাক। আমি তা-ই করলাম। হজ্জ সমাধা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুর রহমান (রা)-কে 'হাস্বায়' অবস্থানের রাতে (আমাকে উমরা করানোর) নির্দেশ দিলেন। তিনি তান'ঈম থেকে আমাকে উমরা করালেন, যেখান থেকে আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম।

٢١٨. بَابُ نَقْضِ الْمَرْاَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيْضِ

২১৮. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের গোসলে চুল খোলা

٣١١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِيْنَ

banglainternet.com

১. একই সফরে হজ্জ ও উমরা করা।

لِهِلاَلِ ذِى الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ فَاِنِّىْ لَوْلاَ اَنِّىْ اَهْدَيْتُ لاَ هْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَاَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ ، وَاَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ وَكُنْتُ اَنَا مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَاَدْرَكَنِىْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ دَعِىْ عُمْرَتَكِ وَانْقُضِىْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَهِلِّىْ بِحَجٍّ فَفَعَلْتُ حَتّٰى اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ اَرْسَلَ مَعِىَ اَخِىْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَخَرَجْتُ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِىْ ، قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ شَىْئٍ مِنْ ذٰلِكَ هَدْىٌ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَدَقَةٌ .

৩১১ 'উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখার সময় নিকটবর্তী হলে বেরিয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে উমরার ইহরাম বাঁধতে চায় সে তা করতে পারে। কারণ, আমি সাথে কুরবানীর পশু না আনলে উমরার ইহরামই বাঁধতাম। তারপর কেউ উমরার ইহরাম বাঁধলেন, আর কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। আমি ছিলাম উমরার ইহরামকারীদের মধ্যে। আরাফার দিনে আমি ঋতুবতী ছিলাম। আমি নবী ﷺ-এর কাছে আমার অসুবিধার কথা বললাম । তিনি বললেন ঃ তোমার উমরা ছেড়ে দাও, মাথার বেণী খুলে চুল আঁচড়াও, আর হজ্জের ইহরাম বাঁধ। আমি তাই করলাম। 'হাসবা' নামক স্থানে অবস্থানের রাতে নবী ﷺ আমার সাথে আমার ভাই আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-কে পাঠালেন। আমি তান'ঈমের দিকে বের হলাম। সেখানে পূর্বের উমরার পরিবর্তে ইহরাম বাঁধলাম। হিশাম (র) বলেন ঃ এসব কারণে কোন দম (কুরবানী) সওম বা সাদ্‌কা দিতে হয় নি।

٢١٩. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ -

২১৯. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী "পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি গোশ্‌ত পিণ্ড" (২২ ঃ ৫) প্রসঙ্গে

٣١٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُوْلُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَا رَبِّ مُضْغَةٌ ، فَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَقْضِىَ خَلْقَهُ قَالَ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى ، شَقِىٌّ اَمْ سَعِيْدٌ ، فَمَا الرِّزْقُ وَالْاَجَلُ فَيُكْتَبُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ .

৩১২ মুসাদ্দাদ (র).....'আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভের জন্যে একজন ফিরিশতা নির্ধারণ করেছেন। তিনি (পর্যায়ক্রমে) বলতে থাকেন, হে রব! এখন বীর্য-আকৃতিতে আছে। হে রব! এখন জমাট রক্তে পরিণত হয়েছে। হে রব! এখন মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন তার সৃষ্টি পূর্ণ করতে চান, তখন জিজ্ঞাসা করেন ঃ পুরুষ, না স্ত্রী? সৌভাগ্যবান, না দুর্ভাগা ? রিযক ও বয়স কত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তার মাতৃগর্ভে থাকতেই তা লিখে দেওয়া হয়।

٢٢٠. بَابُ كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ -

banglainternet.com

২২০. পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী কিভাবে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধবে ?

٣١٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا

مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَاَهْدَى فَلاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ ، وَمَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ ، قَالَتْ فَحِضْتُ فَلَمْ اَزَلْ حَائِضًا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ اُهْلِلْ اِلاَّ بِعُمْرَةٍ فَاَمَرَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ اَنْقُضَ رَأْسِيْ وَاَمْتَشِطَ وَاُهِلَّ بِحَجٍّ وَاَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ حَتّٰى قَضَيْتُ حَجِّيْ فَبَعَثَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ وَاَمَرَنِيْ اَنْ اَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِيْ مِنَ التَّنْعِيْمِ .

৩১৩ ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন বুকাইর (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের সময় বের হয়েছিলাম। আমাদের কেউ ইহরাম বেঁধেছিল উমরার আর কেউ বেঁধেছিল হজ্জের। আমরা মক্কায় এসে পৌছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে কিন্তু কুরবানীর পশু সাথে আনেনি, তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আর যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে ও কুরবানীর পশু সাথে এনেছে, তারা যেন কুরবানী করা পর্যন্ত ইহরাম না খোলে। আর যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে তারা যেন হজ্জ পূর্ণ করে। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ এরপর আমার হায়য শুরু হয় এবং আরাফার দিনেও তা বহাল থাকে। আমি শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম। নবী ﷺ আমাকে মাথার বেণী খোলার, চুল আঁচড়িয়ে নেওয়ার এবং উমরার ইহরাম ছেড়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম। পরে হজ্জ সমাধা করলাম। এরপর 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে আমার সাথে পাঠালেন। তিনি আমাকে তান'ঈম থেকে আমার আগের পরিত্যক্ত উমরার পরিবর্তে উমরা করতে নির্দেশ দিলেন।

٢٢١. بَابُ اِقْبَالِ الْمَحِيْضِ وَاِدْبَارِهِ-

وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ اِلٰى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيْهَا الْكُرْسُفُ فِيْهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُوْلُ لاَ تَعْجَلْنَ حَتّٰى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ، تُرِيْدُ بِذٰلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْمَحِيْضَةِ ، وَبَلَغَ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ نِسَاءً يَدْعُوْنَ بِالْمَصَابِيْحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ اِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هٰذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ .

২২১. পরিচ্ছেদ ঃ হায়য শুরু ও শেষ হওয়া

স্ত্রীলোকেরা 'আয়িশা (রা)-এর কাছে কৌটায় করে তুলা পাঠাতো। তাতে হলুদ রং দেখলে 'আয়িশা (রা) বলতেন ঃ তাড়াহুড়া করো না, সাদা পরিষ্কার দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এ দ্বারা তিনি হায়য থেকে পবিত্রতা বোঝাতেন। যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কন্যার কাছে সংবাদ এলো যে, স্ত্রীলোকেরা রাতের অন্ধকারে প্রদীপ চেয়ে নিয়ে হায়য থেকে পাক হলো কিনা তা দেখতেন। তিনি বললেন ঃ স্ত্রীলোকেরা (পূর্বে) এমনটি করতেন না। তিনি তাদের দোষারোপ করেন।

banglainternet.com

٣١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِيْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَاَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ .

৩১৪ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশ (রা)-এর ইস্তিহাযা হতো। তিনি এ বিষয়ে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ হচ্ছে রগের রক্ত, হায়যের রক্ত নয়। সুতরাং হায়য শুরু হলে সালাত ছেড়ে দেবে। আর হায়য শেষ হলে গোসল করে সালাত আদায় করবে।

٢٢٢ . بَابٌ لاَ تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَدَعُ الصَّلاَةَ

২২২. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যকালীন সালাতের কাযা নেই

জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ ও আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, স্ত্রীলোক হায়যকালীন সময়ে সালাত ছেড়ে দেবে

٣١٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ مُعَاذَةُ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ اَتَجْزِيْ اِحْدَانَا صَلاَتُهَا اِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلاَ يَاْمُرُنَا بِهِ اَوْ قَالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ .

৩১৫ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র).....মু'আযা (র) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা 'আয়িশা (রা)-কে বললেন ঃ আমাদের জন্য হায়যকালীন কাযা সালাত পবিত্র হওয়ার পর আদায় করলে চলবে কি না? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ তুমি কি হারূরিয়্যা ?[১] আমরা নবী ﷺ-এর সময়ে ঋতুবতী হতাম কিন্তু তিনি আমাদের সালাত কাযার নির্দেশ দিতেন না। অথবা তিনি [আয়িশা (রা)] বলেন ঃ আমরা তা কাযা করতাম না।

٢٢٣ . بَابُ النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهِيَ فِيْ ثِيَابِهَا

২২৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলার সংগে হায়যের কাপড় পরিহিত অবস্থায় একত্রে শয়ন

٣١٦ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ حِضْتُ وَاَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَمِيْلَةِ فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِيْ فَلَبِسْتُهَا فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِيْ فَاَدْخَلَنِيْ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ قَالَتْ وَ حَدَّثَتْنِيْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ . وَ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .

banglainternet.com

১. খারিজীদের একটি দল যারা ঋতুবতীর জন্য সালাতের কাযা ওয়াজিব মনে করত। (আইনী, ৩খ, ৩০০ পৃ.)

৩১৬ সা'দ ইব্‌ন হাফস (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শায়িত অবস্থায় আমার হায়য দেখা দিল। তখন আমি চুপিসারে বেরিয়ে এসে হায়যের কাপড় পরে নিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ তোমার কি হায়য শুরু হয়েছে? আমি বললাম ঃ হাঁ। তখন তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে তাঁর চাদরের নীচে স্থান দিলেন। বর্ণনাকারী যয়নাব (র) বলেন ঃ আমাকে উম্মে সালামা (রা) এও বলেছেন যে, নবী ﷺ রোযা রাখা অবস্থায় তাঁকে চুমু খেতেন। উম্মে সালামা (রা) আরও বলেন] আমি ও নবী ﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম।

٢٢٤. بَابُ مَنْ أَخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

২২৪. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের জন্যে স্বতন্ত্র কাপড় পরিধান করা

٣١٧ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيلَةٍ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ أَنُفِسْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ .

৩১৭ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক সময় আমি ও নবী ﷺ একই চাদরের নীচে শুয়েছিলাম। আমার হায়য শুরু হলো। তখন আমি চুপিসারে বেরিয়ে গিয়ে হায়যের কাপড় পরে নিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কি হায়য আরম্ভ হয়েছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি আমাকে ডেকে নিলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শুয়ে পড়লাম।

٢٢٥. بَابُ شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى

২২৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলাদের উভয় ঈদ ও মুসলমানদের দু'আর সমাবেশে উপস্থিত হওয়া এবং ঈদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করা

٣١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ قَالَتْ فَكُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ ﷺ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ بِأَبِي نَعَمْ وَكُلَّمَا لاَ تَذْكُرُهُ إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ

banglainternet.com

وَالْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحُيَّضُ فَقَالَتْ اَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا .

৩১৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র).....হাফসা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা আমাদের যুবতীদের ঈদের সালাতে বের হতে নিষেধ করতাম। এক মহিলা বনূ খালাফের মহলে এসে পৌঁছলেন এবং তিনি তাঁর বোন থেকে বর্ণনা করলেন। তাঁর ভগ্নীপতি নবী ﷺ-এর সঙ্গে বারটি গাযওয়ায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমার বোনও তাঁর সঙ্গে ছয়টি গাযওয়ায় শরীক ছিলেন। সেই বোন বলেন ঃ আমরা আহতদের পরিচর্যা ও অসুস্থদের সেবা করতাম। তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমাদের কারো ওড়না না থাকার কারণে বের না হলে কোন অসুবিধা আছে কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তার সাথীর ওড়না তাকে পরিয়ে দেবে, যাতে সে ভাল মজলিস ও মু'মিনদের দু'আয় শরীক হতে পারে। যখন উম্মে আতিয়্যা (রা) আসলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি নবী ﷺ থেকে এরূপ শুনেছেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আমার পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক। হাঁ, তিনি এরূপ বলেছিলেন। নবীর কথা আলোচিত হলেই তিনি বলতেন, "আমার পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক।" আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যুবতী, পর্দানশীন ও ঋতুবতী মহিলারা বের হবে এবং ভাল স্থানে ও মু'মিনদের দু'আয় অংশ গ্রহণ করবে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলা ঈদগাহ থেকে দূরে থাকবে। হাফসা (র) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ঋতুবতীও কি বেরুবে? তিনি বললেন ঃ সে কি 'আরাফাতে ও অমুক অমুক স্থানে উপস্থিত হবে না?

٢٢٦. بَابٌ اِذَا حَاضَتْ فِيْ شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيْهَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ اِنِ امْرَاَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ اَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضٰى دِيْنُهُ اَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِيْ شَهْرٍ صُدِّقَتْ، وَقَالَ عَطَاءٌ اَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ وَبِهِ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ، وَقَالَ عَطَاءٌ اَلْحَيْضُ يَوْمٌ اِلٰى خَمْسَ عَشْرَةَ، وَقَالَ مُغْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ سَاَلْتُ ابْنَ سِيْرِيْنَ عَنِ الْمَرْاَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ اَيَّامٍ، قَالَ النِّسَاءُ اَعْلَمُ بِذٰلِكَ -

২২৬. পরিচ্ছেদ ঃ একই মাসে তিন হায়য হলে সম্ভাব্য হায়য ও গর্ভধারণের ব্যাপারে স্ত্রীলোকের কথা গ্রহণযোগ্য। কারণ আল্লাহ্‌র ঘোষণা রয়েছে ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ

মহিলাদের গর্ভে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়টি গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। (২ ঃ ২২৮)

banglainternet.com

হযরত 'আলী (রা) ও শুরায়হ্ (র) থেকে বর্ণিত, যদি মহিলার নিজ পরিবারের দীনদার কেউ

সাক্ষ্য দেয় যে, এ মহিলা মাসে তিনবার ঋতুবতী হয়েছে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। 'আতা (র) বলেন ঃ মহিলার হায়যের দিন গণনা করা হবে তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী। ইবরাহীম (র)-ও অনুরূপ বলেন। 'আতা (র) আরো বলেন ঃ হায়য একদিন থেকে পনর দিন পর্যন্ত হতে পারে।[১] মু'তামির তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্ন সীরীন (র)–কে এমন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী হায়যের পাঁচ দিন পূর্ণ হওয়ার পরও রক্ত দেখে? তিনি জবাবে বললেন ঃ এ ব্যাপারে মহিলারা ভাল জানে

٣١٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِيْ حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ إِنِّيْ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلٰكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِيْ كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ .

৩১৯ আহমদ ইব্ন আবূ রাজা' (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ইস্তিহাযা হয়েছে এবং পবিত্র হচ্ছি না। আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? নবী ﷺ বললেন ঃ না, এ হলো রগ-নির্গত রক্ত। তবে এরূপ হওয়ার আগে যতদিন হায়য হতো সে কয়দিন সালাত অবশ্যই ছেড়ে দাও। তারপর গোসল করে নিবে ও সালাত আদায় করবে।

٢٢٧. بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِيْ غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

২২৭. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের দিনগুলো ছাড়া হলুদ এবং মেটে রং দেখা

٣٢٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا .

৩২০ কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র).....উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা মেটে ও হলুদ রং হায়যের মধ্যে গণ্য করতাম না।

٢٢٨. بَابُ عِرْقِ الْاِسْتِحَاضَةِ

২২৮. পরিচ্ছেদ ঃ ইস্তিহাযার শিরা

٣٢١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ

১. বিভিন্ন হাদীসের আলোকে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত হলো হায়যের মুদ্দত কমপক্ষে তিন দিন এবং উর্ধ্বে দশ দিন। (আইনী, ৩খ, ৩০৯ পৃ.)

banglainternet.com

ذٰلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هٰذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

৩২১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির আল-হিযামী (র).....নবী পত্নী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উম্মে হাবীবা (রা) সাত বছর পর্যন্ত ইস্তিহাযাগ্রস্তা ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে গোসলের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ এ শিরা-নির্গত রক্ত। এরপর উম্মে হাবীবা (রা) প্রতি সালাতের জন্য গোসল করতেন।[১]

٢٢٩. بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيْضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

২২৯. পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রীলোকের হায়য শুরু হওয়া

٣٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ فَقَالُوْا بَلَى قَالَ فَاخْرُجِيْ .

৩২২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....নবী ﷺ-এর পত্নী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাফিয়্যা বিনত হুয়াইয়ের হায়য শুরু হয়েছে। তিনি বললেন ঃ সে তো আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে। সে কি তোমাদের সঙ্গে তাওয়াফে-যিয়ারত করেনি? তাঁরা জবাব দিলেন, হাঁ করেছেন। তিনি বললেন ঃ তা হলে বের হও।

٣٢٣ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ فِيْ أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ تَنْفِرُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رُخِّصَ لَهُنَّ .

৩২৩ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (র).....'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ (তাওয়াফে যিয়ারতের পর) মহিলার হায়য হলে তার চলে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। এর আগে হযরত ইব্‌ন 'উমর (রা) বলতেন ঃ সে যেতে পারবে না। তারপর তাঁকে বলতে শুনেছি যে, সে যেতে পারে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য (যাওয়ার) অনুমতি দিয়েছিলেন।

٢٣٠. بَابُ إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَيَأْتِيْهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتِ الصَّلاَةَ أَعْظَمُ

banglainternet.com

২৩০. পরিচ্ছেদ ঃ ইস্তিহাযাগ্রস্তা নারীর পবিত্রতা দেখা

১. প্রকৃতপক্ষে মুস্তাহাযার জন্য প্রতি সালাতে গোসল ওয়াজিব নয়। তবে তিনি হয়ত নিজ ধারণায় গোসল করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন অথবা রোগের প্রকোপ কমার জন্য এরূপ করছিলেন। (উমদাতুল ক্বারী, ৩য়, পৃ. ৩১১)

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুস্তাহাযা দিনের কিছু সময়ের জন্য হলেও পবিত্রতা দেখলে গোসল করবে ও সালাত আদায় করবে। আর সালাত আদায় করার পর তার স্বামী তার সাথে মিলতে পারে। কারণ, সালাতের গুরুত্ব অত্যধিক

٣٢٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي .

৩২৪ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র)...'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হায়য দেখা দিলে সালাত ছেড়ে দাও আর হায়যের সময় শেষ হয়ে গেলে রক্ত ধুয়ে নাও এবং সালাত আদায় কর।

٢٣١. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

২৩১. পরিচ্ছেদ ঃ নিফাস অবস্থায় মৃত স্ত্রীলোকের সালাতে জানাযা ও তার পদ্ধতি

٣٢٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ وَسْطَهَا .

৩২৫ আহমদ ইব্‌ন সুরায়জ (র).....সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একজন প্রসূতী মহিলা মারা গেলে নবী ﷺ তার জানাযা পড়লেন। সালাতে তিনি মহিলার দেহের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

٢٣٢. بَابٌ

২৩২. পরিচ্ছেদ

٣٢٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ اسْمُهُ الْوَضَّاحُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ .

৩২৬ হাসান ইব্‌ন মুদরিক (র).....'আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার খালা নবী ﷺ-এর পত্নী মায়মূনা (রা) থেকে শুনেছি যে, তিনি হায়য অবস্থায় সালাত আদায় করতেন না; তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সিজদার জায়গায় সোজাসুজি শুয়ে থাকতেন। নবী ﷺ তাঁর চাটাইয়ে সালাত আদায় করতেন। সিজদা করার সময় তাঁর কাপড়ের অংশ আমার (মায়মূনার) গায়ে লাগতো।

banglainternet.com